সংবাদ

তারিখ 08 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বিনামূল্যে পাবে শিক্ষার্থীরা

রাকিব উদ্দিন

২০১৩ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সহায়ক বইও বিনামূল্যে পাবে। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই অর্থাৎ মোট আটটি বই বিনামূল্যে পাবে ছাত্রছাত্রীরা। এসব বই ছাপতে সরকারের খরচ হবে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। শিক্ষামন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব বই ছাপার আনুষঙ্গিক কার্যক্রমও শুরু করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সহায়কগ্রন্থ নিয়ে দেশব্যাপী অসাধু প্রকাশকদের এক চেটিয়া বাণিজ্যের লাগাম টানা এবং ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত বই উপহার দিতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তাফা কামালউদ্দিন 'সংবাদ'কে বলেছেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ বই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে দেয়া হবে। তবে র‍্যাপিড রিডার বই ছাত্রছাত্রীদের বাজার থেকেই কিনে পড়তে হবে।

চারটি শ্রেণীর জন্য কী পরিমাণ সহায়কগ্রন্থ ছাপা হবে সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) হিসাব চাওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে সহায়কগ্রন্থ বিতরণের ফলে সারাদেশের শিক্ষার্থীরাই মানসম্মত ও একইমানের বই পড়ার সুযোগ পাবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী বছর আটটি সহায়কগ্রন্থ ছাপা হবে প্রায় দেড় কোটি। এসব বই ছাপতে এনসিটিবির খরচ হবে ৩৫ থেকে ৪০ কোটি টাকা। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয়ে আলাদা অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়নি। কারণ প্রাথমিক ও দাখিল স্তরের পাঠ্যবই আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপতে সরকারের অর্থের

মাধ্যমিক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

মাধ্যমিক : স্তরে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অনেক সাশ্রয় হচ্ছে। বইয়ের গুণগত মানও ভালো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রে পাঠ্যবই ছাপতে যে অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে সে টাকা দিয়েই ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে সহায়কগ্রন্থ ছাপা হবে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক ও শিক্ষক নেতা এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তাদের মাসোহারা দিয়ে অনুমোদনহীন সহায়কগ্রন্থ চড়া দামে ছাত্রছাত্রীদের কিনতে বাধ্য করে আসছে অসাধু প্রকাশকরা। এতে ৫০ থেকে ৬০ টাকা দামের একটি বই কমপক্ষে ১৫০ থেকে ২৫০ টাকা এবং নামি-দামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে আমদানি করা সহায়কগ্রন্থও পাঠদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এছাড়া প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দেশব্যাপী বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই নিয়ে শুরু হয় এক ধরনের নৈরাজ্য। কারণ শিক্ষামন্ত্রণালয়, মাউশি, এনসিটিবি, শিক্ষা বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত 'আইটেক' কমিটি প্রতি বছর যেসব সহায়কগ্রন্থ (৩টি) নির্ধারণ করে দিয়ে আসছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সে বই পড়াচ্ছে না। তারা সরকার নির্ধারিত মানসম্মত ও দামে সাশ্রয়ী বই ছাত্রছাত্রীদের না পড়িয়ে বাজারের নিম্নমানের অনুমোদনহীন বই পড়ায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহম্মেদ 'সংবাদ'কে বলেছেন, এটি নিঃসন্দেহে সরকারের একটি শুভ উদ্যোগ। এতে গ্রামার বইয়ের সর্বসম্মত মান বজায় থাকবে এবং নিয়মিত প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। বইয়ের সূচি বিন্যাসও হবে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। ফলে এই বই পড়লে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ নির্ভরতাও কমবে। বৃদ্ধি পাবে সৃজনশীলতা।

তিনি বলেন, যেহেতু সরকারি উদ্যোগে এটা হচ্ছে, সেহেতু ব্যাকরণ ও ভাষার সহজীকরণও প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীরা যাতে সহজে গ্রামার বুঝতে ও পড়তে পারে সেসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই সহায়কগ্রন্থের সূচি বিন্যাস করতে হবে। পাশাপাশি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বইয়ে উদাহরণ ও ভাষায় বৈচিত্র্য আনতে হবে।